দৈনিক ইনকিলাব

27

06 DEC 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ফ্রান্সে শিক্ষা ব্যবস্থা

আবদুল গনি মাহ্মুদ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। উন্নত জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে পরিকল্পিতভাবে, সার্বজনীন শিক্ষা নীতি গৃহীত হয় জনকল্যাণের স্বার্থে। সত্যি বলতে কি, অপরিকল্পিত শিক্ষা-নীতি মংগলের চেয়ে অমংগলই বয়ে আনে, অর্থ আর সময়ের অপচয়ে শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ে দিশেহারা। ফ্রান্স উন্নত দেশ। এর শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে আধুনিক চিন্তাধারায়, সময়োপযোগী করার জন্য মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হয় সংশোধনের, সংযোজনের। গোটা ফ্রান্সে শিক্ষা দান পদ্ধতি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীকে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নতুন কিছু সৃষ্টির সুযোগ থাকবে। মেধাশক্তিকে প্রখরতর করার জন্য প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি শিক্ষকেরা নজর রাখেন সমভাবে। কেননা, জাতির কল্যাণ করার অবদান কতখানি থাকবে তা কেউ আগাম বলতে পারে না। কাজেই শিক্ষকের দৃষ্টিতে কোন শিক্ষার্থীই নয় উপেক্ষনীয়, সবাইর প্রতি তারা আশাবাদী। ছাত্র-ছাত্রীর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব অর্পিত আছে শিক্ষকের উপর, এ ব্যাপারে অভিভাবকের ভূমিকা গৌণ। আর আমরা? ছেলে-মেয়েদেরে বিদ্যালয় পাঠিয়ে থাকি দুশ্চিন্তায়। ছেলেধরা, রাস্তায় দুর্ঘটনা তারপর নিজেদের মধ্যে মারামারিতে জখম হওয়া নিত্যকার ঘটনা। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে কি ধরনের শিক্ষা চলে তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষকেরা বিদ্যালয় হাজিরা দেন ইচ্ছামত, ছাত্র-ছাত্রীরাও হৈ চৈ করে সময় কাটায়। অবশ্যি এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবে সেগুলো সংখ্যায় অতি নগণ্য। আমাদের শহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় খুব বেশী। শিক্ষকেরা চেষ্টা করেও অতগুলো ছাত্র-ছাত্রীকে সামাল দিতে পারে না। তদুপরি শহরের খরচ নির্বাহের জন্য প্রাইভেট মাস্টারীর তাগিদ রয়েছে। আমরা জাতে উঠার চেষ্টা করি চাপার জোরে, পোশাকে আর প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই মনোবৃত্তি সংক্রমিত হয়েছে ইদানীং। সুন্দর ইংরেজী নাম কিণ্ডার গার্টেন। শিক্ষকের যোগ্যতা-অভিজ্ঞতার চেয়ে পোশাকের চাকচিক্য আর চলনে-বলনে চটপটে হলেই চলে। আর টাকা দিলেই হওয়া যায় কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্র। ছাত্রদের পোশাকের বাহার দেখলে মা-বাপের মন জুড়ায়, প্রতিবেশীর সংগে দর্প করা চলে। এতে শিক্ষা কি পায় আর পরবর্তীতে সেটা কোন কাজে আসে এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, তাই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিণ্ডার গার্টেন ব্যবসার উন্নত সংস্করণ আবাসিক ব্যবস্থা। বই-খাতা, থাকা-খাওয়া সবই পাওয়া যায়। শুধু ভর্তি হলেই বিদ্যার জাহাজ হয়ে ঘরে ফিরতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা কখনো ছুটির সময় বই-খাতা বাড়ীতে আনতে পারে না, ছুটির সময় পড়াশুনারও দরকার হয় না। অভিভাবকেরা ছেলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দেখেই বেজায় খুশী। এতদিন যে ছেলে কোন বিষয়ে পাস করতে পারেনি। তার মাথা খুলে যায় আবাসিক কিণ্ডার গার্টেনে, পরীক্ষায় শতকরা ৭০/৮০ নম্বর পাওয়া একেবারে মামুলী ব্যাপার। তবে ঠেলা বুঝা যায় পরবর্তীতে বাইরের কোন বিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হতে চায়।

প্রাইভেট মাস্টারী আমাদের একটা জবর ব্যবসা। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা আর পাঠদানের সময় বড়ই মূল্যবান। যিনি নামকরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক তার দাপট বেশী, টিউশনীর অংক আরো চড়া। পূর্বেও শিক্ষকেরা প্রাইভেট পড়াতেন। একটি ছাত্র অথবা একটি পরিবারে তাদের শিক্ষকতা থাকতো সীমাবদ্ধ। মনোযোগে সহকারে শিক্ষা দিতেন, ছাত্রদের প্রতি দরদী মন নিয়ে ব্যবহার করতেন। আর এখন, সপ্তাহে দু'দিন পড়াবেন, তাও এক ঘন্টার বেশী হবে না— একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। অংকের আধাআধি হলেও ঐ অবস্থায় রেখে তাকে দৌড়াতে হবে পরবর্তী স্থানে। এমনিভাবে চলছে টিউশনী ব্যবসা। অনেকে নিজের বাড়ীতে ব্যাচ হিসাবে পড়ান যেন একটা মিনি স্কুল। এর পরেও আছে সহজ-সস্তা দামে টিউশনী-টেপকরা কথা বাজিয়ে শুনান হয় শিক্ষার্থীদেরে। টিউশনী চমৎকার ব্যবসা, আয়ের হিসেবে দিতে হয় না, আয়কর মুক্ত।

অথচ উন্নত দেশে শিক্ষকেরা এমন ব্যবসাকে ঘৃণা করে। প্রয়োজন মত শ্রেণী কক্ষেই শিক্ষা দেয়া হয়। বাকীটা থাকে ছাত্রদের মেধার তারতম্য উত্থানের জন্য বাড়ীর কাজ। টিউশনীর অবকাশ নেই এদের।

একটি জাতি উন্নত হয় না খুব সহজে। সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সততা, নিষ্ঠা ও সাধনার। ফ্রান্সে পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কতগুলো স্তর রয়েছে, সেগুলো সার্বজনীন করার ব্যাপারে প্রত্যেকের দায়িত্ব থাকে। নিম্নে সংক্ষেপ সেগুলো দেওয়া গেলো।

শিশু সংরক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা: আমাদের দেশে কর্মরত মায়েরা কাজের সময় শিশু সন্তানের নিরাপত্তার জন্য শিশু সংরক্ষণ কেন্দ্রে রাখার সুযোগ পায়। শিল্প-কারখানায় এ রকম কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে কর্তৃপক্ষ। সরকারী দফতরে কর্মরত মহিলাদের জন্যে এ সুযোগ আগে ছিল, এখন আর দেখি না। অবশ্য এটা শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অন্যতম।

শুধু প্যারিস নগরীতেই নয়, সারা ফ্রান্সে এমন শিশু সংরক্ষণ কেন্দ্র প্রায় মহল্লায় পাওয়া যায়। শিশুর জন্মের পূর্বেই তার নাম ঠিক করে পাঠাতে হয় ক্লিনিকে। জন্মের সংগে সংগেই জন্ম তারিখ, জন্মের সময়, ওজন ইত্যাদি তথ্যসহ নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে মেয়রের অফিসে। মেয়রের অফিস নির্দিষ্ট করে দেয় নিকটবর্তী শিশু সংরক্ষণ কেন্দ্র। শিশুর আড়াই মাস বয়স থেকে শুরু হয় সংরক্ষণ কেন্দ্র জীবন। সপ্তাহে পাঁচদিন অফিস চলে এই পাঁচদিনই খোলা থাকে কেন্দ্র। সকাল ৭টায় মায়েরা শিশুকে কেন্দ্রে পৌছিয়ে যায় কাজে, ফেরার পথে আবার নিয়ে আসে ঘরে। কারো বিশেষ কারণে দেরী হলে বিকেল ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে এসব সংরক্ষণ কেন্দ্র। শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব রকমে উন্নয়নের জন্য সাহায্য পায় সরকার থেকে প্রত্যেকটি শিশুর অভিভাবক। এই সাহায্য মাসিক ৭০০ ফ্রাঙ্ক হিসেবে পেতে থাকে মাতৃগর্ভে ৪ মাসের সময় থেকে। সে কারণে কেন্দ্রসমূহে সন্তান রাখার জন্য মাথা পিছু ১৮ ফ্রাঙ্ক থেকে ১০০ ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত দিতে হয় দৈনিক খরচ বাবদ। শিশুদের জন দেয় অর্থের তারতম্য হয় অভিভাবকের আয় অনুসারে। সেজন্য আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়া ও সুযোগ-সুবিধায় থাকে না কোন বৈষম্য। মেয়রের অফিস থেকে সপ্তাহে দু'দিন পরিদর্শনে বাচ্চাদের হয়। তার খানা, থাকা ঘরের পরিবেশ ইত্যাদি তদারকী করে সাহায্য করে এবং পরামর্শ দেয়। ফরাসী দেশে যে কোন রকমের বর্ধিত ব্যয়ের সময় সরকারের দৃষ্টি থাকে ব্যক্তির আয়ের উপর। ব্যক্তির আয় অনুসারে ধার্য করা হয় শিশু সংরক্ষণ কেন্দ্রের খরচ, বাড়ী ভাড়া, সরকারী কর ইত্যাদি। স্বল্প আয়ের লোকদের জীবন যাত্রায় যাতে বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় সেজন্য তাদেরে কিস্তিতে বাড়ী-গাড়ী কেনার সুযোগ দেয়া হয়। সকলেই সুখে থাকুক, নিশ্চিন্তায় কাজ করুক, এটাই সরকারী নীতি।

আড়াই বছর বয়সে সব শিশুরা ছবির সাহায্যে পায় অক্ষর জ্ঞান। খেলার ছলে পায় নানাবিধ প্রশিক্ষণ। যাতে অন্যের দ্রব্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ না থাকে, ঘর নোংরা করার অভ্যাস না হয় আর বাগানের প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছের প্রতি আকর্ষণ না থাকে তজ্জন্য যত্নের সাথে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মনের ভুলেও একটা ফুল ছিড়বে না এখানের বাচ্চারা, এ যেন প্রকৃতির শিক্ষা। আচার-আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য পায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিজের পরিষ্কার পোশাক ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। ৩ বছর বয়স হলেই বিদায় হবে কেন্দ্র থেকে, জীবনের প্রথম ধাপের হবে সমাপ্তি।

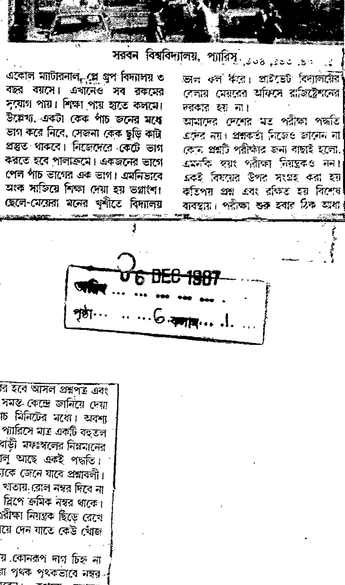

একোল ম্যাটারনাল (প্লে গ্রুপ): ফ্রান্সে শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মেয়রের অফিস থেকেই এবারো নির্দিষ্ট হবে নিকটবর্তী একোল ম্যাটারনাল, প্লে গ্রুপ বিদ্যালয় ৩ বছর বয়সে। এখানেও সব রকমের সুযোগ পায়। শিক্ষা পায় হাতে কলমে। উল্লেখ্য, একটা কেক পাঁচ জনের মধ্যে ভাগ করে নিবে, সেজন্য কেক ছুড়ি কাটা প্রস্তুত থাকবে। নিজেদেরে কেটে ভাগ করতে হবে পালাক্রমে। একজনের ভাগে পেল পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এমনিভাবে অংক সাজিয়ে শিক্ষা দেয়া হয় ভগ্নাংশ। ছেলে-মেয়েরা মনের খুশীতে বিদ্যালয় আসে, আনন্দের মধ্যে শিক্ষা পায়, তৃপ্ত মনে ঘরে ফিরে—চমৎকার ব্যবস্থায়।

একোল প্রিমের বা প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৬ বছরে পা দিলেই ভর্তি হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ফ্রান্সের কোথাও বালক-বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় নেই, নেই পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা। এমনকি যানবাহনেও থাকে না উপরে লেখা "মহিলা"। শৈশব থেকেই তারা গড়ে উঠে একই পরিবেশে, বড় হয় একই ভাবধারায়, গড়ে উঠে সৈখ্যতা, বন্ধুত্ব। এখানে ৫ বছর মেয়াদী পাঠ্যসূচী থাকে। এগারো বছরের মধ্যে প্রত্যেককে প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হতেই হবে। এসব বিদ্যালয়ের অন্যতম বাধ্যতামূলক বিষয় সামরিক শিক্ষা। প্রত্যেকটি নাগরিককে সামরিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে। সাঁতার, খেলাধুলা, নাচ-গান, ছবি আঁকা, অভিনয় ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রাথমিক স্তরে কিছু কিছু প্রাইভেট বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে বালক-বালিকারা সুবিধা মত ভর্তি হতে পারে। এসব প্রাইভেট বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হয় উচ্চহারে। একই পরীক্ষা কক্ষে একই প্রশ্নপত্রের জবাব দিতে হয় সবাইকে। তখন দেখা যায় সরকারী বিদ্যালয়ের বালক-বালিকারা অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করে। প্রাইভেট বিদ্যালয়ের বেলায় মেয়রের অফিসে রাজিষ্ট্রেশনের দরকার হয় না।

আমাদের দেশের মত পরীক্ষা পদ্ধতি এদের নয়। সাধারণতঃ নিজেরাই মানের জন্য কোন প্রশ্নপত্র পরীক্ষার জন্য বাছাই হলো। এমনকি শেষ পরীক্ষা কিভাবে হয়? একই বিষয়ের উপর সংগ্রহ করা হয় কতিপয় প্রশ্ন এবং রক্ষিত হয় বিশেষ ব্যবস্থায়। পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক অর্ধ

সরবন বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারিস্

দৈনিক ইনকিলাব

06 DEC 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম

ঘন্টা পূর্বে বের হবে আসল প্রশ্নপত্র এবং সংগে সংগে সমস্ত কেন্দ্রে জানিয়ে দেয়া হবে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে। অবশ্য পরীক্ষা কেন্দ্র প্যারিসে মাত্র একটি বহুতল বিশিষ্ট বিরাট বাড়ী মফঃস্বলের নিম্নমানের পরীক্ষায়ও চালু আছে একই পদ্ধতি। সময়মত প্রত্যেকে জেনে যাবে প্রশ্নাবলী। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর দিবে না কেউ। সংশ্লিষ্ট স্লিপে ক্রমিক নম্বর থাকে। তা-ও প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছিড়ে রেখে অন্য নম্বর বসিয়ে দেন যাতে কেউ খোঁজ না পায়।

পরীক্ষার খাতায় কোনরূপ দাগ চিহ্ন না দিয়ে পরীক্ষকরা পৃথক পৃথকভাবে নম্বর তালিকা পাঠাবেন। কখনো কখনো দু'-তিন জন পরীক্ষক পৃথকভাবে খাতা দেখে নম্বর দেন। সে ক্ষেত্রে এদের গড় নম্বর ধরা হয়। এমনিভাবে রক্ষা করা হয় সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, গোপনীয়তা। তারপরে হবে মৌখিক পরীক্ষা এবং সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ছাত্রের জন্য থাকে বিশেষ ব্যবস্থা। এগার বছর বয়সে সব বালক-বালিকার প্রাথমিক স্তরের ঘটে পরিসমাপ্তি। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের ন্যায় কোন বিদ্যালয়ের থাকে না নির্দিষ্ট পোশাক, আলাদা নিয়ম-কানুন।

পরীক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের দেশে শিক্ষা বোর্ড রয়েছে অনেকগুলো; প্রশ্নপত্র হয় পৃথকভাবে আর মেধা তালিকাও পাই পৃথকভাবে একই পুস্তকের উপর অর্জিত জ্ঞানের, এটা ঠিকই, ফ্রান্সে যেমন মেধার বিচার হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে, পুরস্কৃত হয় প্রকৃত মেধাভিত্তিতে আর আমাদের দেশে সব কিছুই হয় পরীক্ষা কেন্দ্রভিত্তিক। কেন্দ্রে সুবিধা পেলে ডিগ্রী পরীক্ষায়ও সর্বোচ্চ স্থান লাভ করা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা: প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ছেলে-মেয়েরা যাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং এটাই তাদের বি.টি.পি.সি. পরীক্ষা, যাকে আমরা বলি এস.এস.সি। এখানে পুরো চার বছরে নিজেদের রুচি মত বিষয় গ্রহণ করে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। সব ক্ষেত্রেই ফ্রান্সে হাতে-কলমে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, কাঠ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, বাগানের মালী, কারখানার ফোরম্যান ইত্যাদি কাজের জন্যও উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, তাদেরও দেয়া হয় ডিগ্রী, তারাও পায় ডিগ্রীর মর্যাদা। ফরাসী দেশে কেউই আশা করে না উচ্চতর পদ আর পদমর্যাদা উপযুক্ত ডিগ্রী ও দক্ষতা ব্যতিরেকে। সে জন্যই প্রত্যেকেই থাকে শিক্ষার প্রতি অনুরাগী। প্রশিক্ষণ নেয় গুরুত্বসহকারে। তাই কেউ অকৃতকার্য হবার কথা ভাবে না। প্রত্যেকেই নিজের রুচিমত বিষয়সমূহ পড়তে পারে, নিজস্ব পেশায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ পেতে পারে— যা আমরা কল্পনাও করি না।

উচ্চতর কলেজ শিক্ষা: ১৫ বছর বয়সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে কলেজসমূহে পাকা-পোক্তভাবে শিক্ষার শাখা নির্ধারণ করে। আসলে এটাই হয় অনেকের জীবনে শেষ শিক্ষা। দু'বছর পড়ার পরে শেষবর্ষ থাকে, হাতে-কলমে শিক্ষার, যাকে আমরা বলি শিক্ষানবীশ। এই স্তরে যাদের মেধাভিত্তিক স্থান থাকে শুধু তারাই উন্নত ধরনের শিক্ষা গ্রহণে কেন্দ্রী দিতে পারে। বলতে গেলে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার স্তর। এটাই ব্যাকালরিয়া বা ডিগ্রী পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য কতগুলো পৃথক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, দার্শনিকদের মর্যাদা বেশী। গ্রুপগুলোর মধ্যে 'ক' থেকে 'চ' পর্যন্ত নির্ধারিত আছে।

চলবে